সমাজতন্ত্র

Q. সমাজতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করো?

→ এই প্রবন্ধে বিবেকানন্দ সমাজের শ্রেণিবিন্যাস এবং সেই বিন্যাসের পুনর্গঠন সম্পর্কে নানা বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত যে বৈষম্যমূলক সামাজিক স্তর গুলি বিদ্যমান আমাদের ভারতবর্ষীয় সামাজিক কাঠামোয় সমস্যা তৈরি করেছে। সেগুলির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

আবহমানের মতে, বিদ্যা - বুদ্ধি - ধন - জন - বল - বীর্য যা কিছু প্রকৃতি আমাদের কাছে সঞ্চিত রাখে, তা আসলে পুনর্বার সঞ্চয়ের জন্য। কিন্তু এ কথা আমরা মনে রাখি না। সঞ্চিত ধনে আমাদের অন্ধবুদ্ধি হয়। আমিত্বই সর্বনাশের সূত্রপাত। প্রাচীন রাজতন্ত্র থেকে শুরু করে এখনকার শাসন তন্ত্র পর্যন্ত রাজা বা শাসকেরা যে শক্তি সঞ্চয় করেন, তাতে তাঁরা নিজেদেরকে এমনকি দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং পূজনীয় বলে প্রচার করতে থাকেন। এই শ্রেষ্ঠত্ব আসলে যে দাম্ভিকতার প্রকাশ মাত্র, তা বোঝা যায় নিম্নশ্রেণীর মানুষদের প্রতি তাঁদের উপেক্ষার মাধ্যমে। ~~তথাকথিত সমাজ~~

তথাকথিত সমাজতন্ত্রের প্রথম সারিতে যে শক্তি ও ধনসম্পদের প্রাচুর্য দেখা গেল, সে বিন্যাসের দ্বিতীয় সারিতে ব্রাহ্মণ। তাঁদের মতে, বিদ্যা হল সকল বলের বল এবং সেই বিদ্যা তাঁদের উপজীব্য। ফলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে একটি গোপন প্রতিযোগিতা শুরু হল। অচিরেই এবং বিদ্যাবল - এই দুইয়ের আস্ফালন সমাজকে এক বিশেষ অবস্থার সামনে দাঁড় করালো। এই দুই শ্রেণীর সঙ্গে এসে যুক্ত হল বৈশ্য শ্রেণী। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পাল্লাপাল্লি তাঁরাও যে অর্থবলে বলীয়ান, সেই দম্ভ দেখাতে তাঁরা পেছনে রইলেন না।

এই তিন শ্রেণী সঞ্চয়, দম্ভ এবং অবিশ্বাস্য বরাবরই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীকে অবদমন করে, এবং সেই অবদমন অনেকটাই সচেতন ভাবে। শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণ্যের অবিশ্বাস্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের বিনবিত্ত সম্ভব, তাঁরা কোথাও রইলেন না। সেই জাতি পরিণত হল 'চলমান শ্মশান' বা 'ভেরকাটী পাম্প'-তে। কালের পরিবর্তনেও এই শ্রেণীবিভেদ বা বিন্যাসে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, শুধু ঔপনিবেশিক

কারণে কমতর হস্তান্তর হয়েছে মাত্র। প্রাবন্ধিকের মতে, ভারতের ব্রাহ্মণ তখন অব্যাপক হয়েছে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাষ্ট্রচক্রবর্তী ইংরেজে এবং বৈশ্যত্ব ও ইংরেজের অভিমুখ। কিন্তু শূদ্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার যে বিশ্বাস মতামত এবং বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধে লক্ষ করা গেছে, তা হল —

"তোমরা যখন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে..... শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।"

প্রাবন্ধিক অন্য অন্য দেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন, সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীকে অবহেলা করা স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে। ফলত, নিয়মানুসারে আমাদের ভারতবর্ষীয় সমাজতন্ত্রেও একদিন শূদ্রত্বের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে।